বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

[বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) ও পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) ।

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ০৫/০৪/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২০/০৭/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	২	৩
	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)	
১.	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে দীর্ঘ দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ৪২০ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে অনিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করায় সংস্থার অনাদায়ী।	১২,৮৭,৮৮,৬৮৪
২.	ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৩,৮৮,৪১,২৫২
৩.	গ্রাহকদের কারচুপির মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রহণ করতে দেয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,১৭,৪৮,২৮৮
	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি)	
৪.	নিখোঁজ গ্রাহকদের নিকট হতে পাওনা বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি	৪,৯৪,৫৯,৩৫৩
	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)	
৫.	বিধি বহির্ভূতভাবে এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে এবং এসটিডি হিসাব হতে সিডি ভ্যাট খাতে অর্থ স্থানান্তর। জিএফআর এর বিধি উপেক্ষিত।	৮,২০,০০,০০০
৬.	ভাউচারে প্রদর্শিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ।	৬৩,৭৫,৩৬,৭৬৮
	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো)	
৭.	অনুমোদিত লোড এর অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করা সত্ত্বেও ট্যারিফ বিধি মোতাবেক বিল প্রস্তুত ও আদায় না করায় ভ্যাট সহ ক্ষতি।	৯,৭৪,৯১,৮৯৯
	সর্বমোট=	১২৪,৫৮,৬৬,২৪৪

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষার অর্থ বৎসর ঃ ২০১১-২০১২ খ্রিঃ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ঃ

১. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২ ও ৩, বিউবো, রাজশাহী;
২. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ ও ২, সিলেট;
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ১, বিউবো,দিনাজপুর;
৪. নির্বাহী প্রকৌশলী , বিতরণ বিভাগ, বিউবো,বগুড়া;
৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ও ২, বিউবো বগুড়া;
৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম;
৭. নির্বাহী প্রকৌশলী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, খুলশী,চট্টগ্রাম;
৮. নির্বাহী প্রকৌশলী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, হালিশহর, বিউবো, চট্টগ্রাম;
৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরণ বিভাগ, বিউবো, রাঙ্গামাটি;
১০. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম;
১১. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, ময়মনসিংহ;
১২. প্রকল্প পরিচালক, চাঁদপুর ১৫০ মে.ও. কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট ;

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি)

১. ম্যানেজার (টেকনিক্যাল), নেটওয়ার্ক অপারেশন ও কাস্টমার সার্ভিস (এনওসিএস), ডিপিডিসি, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি), নতুন আই ই বি ভবন, রমনা, ঢাকা।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো)

১. নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ১ ও ২ ওজোপাডিকো ,বরিশাল;

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ নিয়মানুগ (কমপ্লায়েন্স) নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় ঃ ১৫-১১-২০১২ হতে ২১-০১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনায়ন ।

নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের ধরণ ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ জনাব নূরুন নাহার, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- ব্যয় নির্বাহের সকল ক্ষেত্রে আর্থিক বিধি-বিধান অনুসৃত না হওয়া ।
- বিদ্যুতের সংযোগ স্থায়ী সম্পত্তির মালিকানা সংশ্লিষ্ট প্রমাণকের ভিত্তিতে দেয়া হলেও পরবর্তীতে গ্রাহক নিখোঁজ হলেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- ভ্যাট ও আয়কর সঠিকভাবে কর্তন না করা এবং বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- ট্যারিফ বিধি অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রাহকদের নিকট বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকা।
- বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট হতে বকেয়া আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- কার্যকর ও যথাযথ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- বিদ্যমান এবং প্রাসঙ্গিক আর্থিক বিধি-বিধান সঠিকভাবে পরিপালন না করা।
- বিলম্বে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের মূল্যহার ও নিয়মাবলী যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- ট্যারিফ বিধি অনুযায়ী সময়মত বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় রাজস্ব অনাদায়ী।
- ঠিকাদারদের নিকট হতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও আয়কর আদায় না করা।
- পি এ কমিটির অনুশাসন অনুসরণ না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- আর্থিক বিধি-বিধান সর্ম্পকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং আর্থিক বিধি-বিধান সঠিকভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা।
- বিদ্যুৎ বিল যথাসময়ে আদায় করা।
- নিখোঁজ গ্রাহকদের বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- অনাদায়ী ভ্যাট ও আয়কর আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদসমূহ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)

অনুচ্ছেদ ঃ ০১

শিরোনাম ঃ দীর্ঘ দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ৪২০ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে অনিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করায় সংস্থার মোট ১২,৮৭,৮৮,৬৮৪ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন (১) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, বিউবো, রাজশাহী (২) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২, সিলেট (৩) নির্বাহী প্রকৌশলী,বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, দিনাজপুর (৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরণ বিভাগ, বিউবো, বগুড়া (৫) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ- ২, বিউবো, বগুড়া (৬) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, কালুরঘাট চট্টগ্রাম (৭) নির্বাহী প্রকৌশলী বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বিউবো, খুলশী, চট্টগ্রাম (৮) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, হালিশহর, বিউবো, চট্টগ্রাম, (৯) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিতরণ বিভাগ, বিউবো, রাংগামাটি, (১০) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় বিতরণ বিভাগ, বিউবো, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, (১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় বিতরণ বিভাগ-১, বিউবো, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের ২০১১-১২ সালের হিসাব ৩-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১-১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, দীর্ঘ দিন বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ৪২০ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করে অনিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করায় সংস্থার মোট ১২,৮৭,৮৮,৬৮৪ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বিদ্যুতের মূল্যহার এবং নিয়মাবলী ১৯৮৯ এর ২৪.২.১ এবং ২৪.২.২ মোতাবেক গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বকেয়া আদায় করার নির্দেশনা থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট-১ (০১-১১)]।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সর্বশেষ জবাবে সংস্থা কর্তৃক জানানো হয় যে, বকেয়া আদায় একটি চলমান প্রক্রিয়া বিধায় পূর্বের বকেয়া আদায় এবং পরবর্তী মাসের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া হিসেবে থেকে যায়। বিলিং সফ্টওয়ারের কার্যক্রম গ্রহণের কারণে গ্রাহকের কোন মাসের আংশিক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ হলে সেই মাস বকেয়া মাস হিসেবে হিসাবভূক্ত থেকে যায়। তাই এক্ষেত্রে গ্রাহকের বকেয়ার মাস অধিক হলে মাসিক বিদ্যুৎ বিলের হিসেবে তত মাসের বিলিং সমপরিমাণ হয়। ইতোমধ্যে আংশিক আদায় হয়েছে এবং অবশিষ্ট বিদ্যুৎ বিল আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং ট্যারিফ বিধি মোতাবেক নোটিশ জারীর মাধ্যমে গ্রাহকগণের নিকট হতে বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে সংস্থার জবাব বিবেচনা করা যায়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ছাড়া সর্বনিম্ন ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ৭০ মাস পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করায় সংস্থা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৩-৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১০-৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৪-৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১০-৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ১৯-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব বরাবরে আধাসরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।
- **পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত ঃ** ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৮তম বৈঠকের কার্যবিবরণীর ৬.১.২ অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্তে ৬০ দিনের মধ্যে শতভাগ বকেয়া আদায় নিশ্চিত করার এবং প্রয়োজনে সংযোগ বিচ্ছিন্ন, মামলা বা গণদাবী আদায় আইন ১৯১৩ প্রয়োগ করা, বিদ্যমান মামলা যথাযথভাবে অনুসরণ করা, বিল আদায়ের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গাফিলতি প্রমাণিত হলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের সাথে পরিমাণগত মতপার্থক্য থাকলে তা নিরসনের অনুশাসন রয়েছে। যা অনুসরন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জরুরী ভিত্তিতে অনাদায়ী অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ী থাকার পরও কোন ব্যবস্থা না নেয়ার ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- পি এ কমিটির অনুশাসন বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩—

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

শিরোনাম ঃ ঠিকাদারকে পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ২৩,৮৮,৪১,২৫২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রকল্প পরিচালক, চাঁদপুর ১৫০ মেঃ ওঃ সিসি পিপি প্রকল্প এর ২০০৯-১২ অর্থবছরের হিসাব ০৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৯-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে বিল, ভাউচার, প্রাক্কলন টেন্ডার, সিএস ও কার্যাদেশসহ আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,
- ঠিকাদারের পরিশোধিত বিল হতে নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে ভ্যাট কর্তন করে সরকারের ২৩,৮৮,৪১,২৫২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-২০১-আইন/২০১০/৫৫০ মূসক, তারিখ-১০-৬-২০১০ খ্রিঃ এর প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী নির্মাণ সংস্থার ক্ষেত্রে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে ঠিকাদারের পরিশোধিত বিল হতে ৫.৫% এর পরিবর্তে ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-০২)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর শুরুর দিকে ঠিকাদারের সাথে চুক্তিকালীন সময়ে ৪.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে,তবে পরবর্তীতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। কম হারে কর্তনকৃত ভ্যাটের অবশিষ্টাংশ কর্তনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২৩-৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০১-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রেরিত জবাবে আপত্তিতে উল্লিখিত কম কর্তনকৃত ভ্যাট এর আংশিক কর্তন করায় এবং প্রমাণক সংযুক্ত থাকায় অন্তবর্তীকালীন জবাব হিসাবে বিবেচনার জন্য বলা হলে সম্পূর্ন অর্থ আদায় না হওয়ায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য নয় বলে প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ২৫-৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত জবাবেও সম্পূর্ণ টাকা আদায়ের প্রমাণক না থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত সম্পূর্ন ভ্যাট এর টাকা আদায়পূর্বক চালানের মাধ্যমে সরকারি তহবিলে জমা দেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৩

শিরোনাম ঃ যোগসাজসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ দেয়ায় সরকারের ১,১৭,৪৮,২৮৮ টাকার রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিবিবি-১, বিউবো, সিলেট অফিসের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব ১৫-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২০-১১-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে ট্যারিফের মিটার রিডিং বই, গ্রাহক লেজার ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় পরিশিষ্ট '৩' এ বর্ণিত ১৫জন গ্রাহকের আঙ্গিনায় সংযুক্ত লোডের চেয়ে অনেক বেশি লোড গ্রাহকগণ ব্যবহার করেছেন। গ্রাহকগণ চুক্তিবদ্ধ ও সংযুক্ত লোডের চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বৎসরের পর বৎসর তা অব্যাহত রেখেছেন। চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্যানাল রেটে বিল আদায় না করায় সরকারের ১,১৭,৪৮,২৮৮ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত বিদ্যুতের মূল্যহার ও নিয়মাবলীর ১৯৮৯ এর দফা ১৭.২ অনুযায়ী বোর্ড দায়ী নয় এমন অবস্থায় কোন গ্রাহক তার চুক্তিবদ্ধ/সংযুক্ত লোড হতে বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে তাকে চুক্তিভঙ্গের জরিমানা স্বরূপ সংযুক্ত চাহিদার অতিরিক্ত ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য মূল হারের দ্বিগুন হারে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে দ্বিগুন হারের পরিবর্তে একক হারে বিল পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৩)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অডিট চলাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অর্ন্তবর্তীকালীন বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। পরবর্তীতে কোন ব্রডশীট জবাব পাওয়া যায়নি।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০২-৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মোতাবেক যোগসাজসের মাধ্যমে বিদ্যুৎ গ্রহণে সহযোগিতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় অর্থ জড়িত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ পরবর্তী জবাব প্রেরণ আবশ্যক।

ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) লিঃ।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪

শিরোনাম ঃ নিখোঁজ গ্রাহকদের নিকট হতে পাওনা বিদ্যুৎ বিল আদায় না করায় ক্ষতি ৪,৯৪,৫৯,৩৫৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

- ম্যানেজার (টেকনিক্যাল), এনওসিএস, শেরে বাংলানগর, ডিপিডিসি, ঢাকার ২০১১-১২ অর্থবছরের হিসাব ২০-১১-২০১২ খ্রিঃ হতে ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় নিখোঁজ গ্রাহকদের তালিকা ও লেজার পর্যালোচনায় শিরোনামে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

- বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় পরিশিষ্টে বর্ণিত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সমূহ কমপক্ষে ৮ হতে ১০ বৎসরের পুরানো যা আদায়ের কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। নিরীক্ষা জিজ্ঞাসায় জানানো হয় গ্রাহক নিখোঁজ থাকায় বকেয়া বিল আদায় সম্ভব হয়নি। কিন্তু গ্রাহক তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক নিখোঁজ গ্রাহক মিটার ও গ্রাহক আইডি পরিবর্তন করে এখনো বিদ্যমান আছে।

- বৎসরের পর বৎসর বিদ্যুৎ সরবরাহের পর বিল আদায় না করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের নিখোঁজ দেখিয়ে অনাদায়ী বিদ্যুৎ বিল আদায়ের পদক্ষেপ না নেয়ায় ৪,৯৪,৫৯,৩৫৩ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-০৪)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী থাকায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। অনিয়মের বিষয়ে ১১-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৭-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ১৪-৫-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন প্রকার জবাব পাওয়া যায়নি।

- **পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত ঃ** ১০ম জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৮তম বৈঠকের ৬.১.৯ অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্তে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পত্তির বিপরীতে দেয়া হয় বিধায় গ্রাহক নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয় ও বকেয়া পাওনা অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে আদায়ের প্রয়োজনে গণদাবি আদায় আইন, ১৯১৩ প্রয়োগের অনুশাসন রয়েছে। যা অনুসারন করা হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে অনাদায়ী টাকা আদায় করতঃ নিরীক্ষাকে জানাতে অনুরোধ জানানো হল।
- পিএ কমিটির অনুশাসন বাস্তবায়ন করতে হবে।

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)

আপত্তি নং- ০৫

শিরোনাম ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে এবং এসটিডি হিসাব হতে সিডি ভ্যাট খাতে অর্থ স্থানান্তর। জড়িত ৮,২০,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) নতুন আইইবি ভবন, রমনা ঢাকা কার্যালয়ের শুরু হতে ২০১১-১২ অর্থ বৎসর পর্যন্ত সময়ের আর্থিক নিরীক্ষা ০৮-১-২০১৩খ্রিঃ হতে ১৫-১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয় ।
- নিরীক্ষাকালে ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন, প্রকল্পের বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, জিএফআর বিধি উপেক্ষা করে এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে অর্থাৎ ঈশ্বরদী -বাঘাবাড়ী-সিরাজগঞ্জ-বগুড়া "২৩০ কেভি" সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ মহাব্যবস্থাপক (প্রকল্প) দপ্তরের সিডি হিসাব খাতে ও মহাব্যবস্থাপক প্রকল্প দপ্তর হতে সিলেট শাহজীবাজার-ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রকল্পের সিডি খাতে স্থানান্তর করে অর্থ ব্যয় দেখানো হয়েছে।
- ফলে সংস্থার ৮,২০,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।
- বিভাগীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন এর কপি মূল নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সংগে সংযুক্ত।
- জিএফআর প্যারা -৯৬ এর নির্দেশানুযায়ী যে উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হবে সে উদ্দেশ্যেই অর্থ ব্যয় করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি [পরিশিষ্ট-০৫ (১-২)]।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মহা-ব্যবস্থাপক (প্রকল্প), দপ্তর, ঈশ্বরদী-বাঘাবাড়ী-সিরাজগঞ্জ-বগুড়া-২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প,ও সিলেট-শাহজীবাজার-বিবিয়ানা প্রকল্পের এক হিসাব হতে অন্য হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করায় আত্মসাতের জন্য টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, যার জন্য বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- নিরীক্ষিত অফিসের তাৎক্ষণিক জবাব স্বীকৃতিমূলক। এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর করায় প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রকল্পের বর্ধিত বা অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হন।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০২-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ ০৫-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ গত ১১-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়।০৮-০৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক মামলা চলমান থাকার বিষয়টি নিরীক্ষাকে জানানো হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৬

শিরোনাম ঃ ভাউচারে প্রদর্শিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ। জড়িত ৬৩,৭৫,৩৬,৭৬৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) নতুন আইইবি ভবন, রমনা ঢাকা কার্যালয়ের শুরু হতে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের আর্থিক নিরীক্ষা ০৮-১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৫-১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে ২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরের বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন, বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায়, মহাব্যবস্থাপকের প্রকল্প দপ্তর হতে ১০/২০০৬ মাস হতে ৯/২০১০ মাস পর্যন্ত সময়ে, ঈশ্বরদী বাঘাবাড়ী সিরাজগঞ্জ-বগুড়া ২৩০ কেভি প্রকল্পে ৭/২০০৭ মাস হতে ৯/২০১০ মাস পর্যন্ত সময়ে এবং সিলেট-শাহজীবাজার-ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রকল্পের ১৫-২-২০১০ হতে ০৬-৯-২০১০ পর্যন্ত সময়ে ভাউচারে প্রদর্শিত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ চেকের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করা হয়েছে।

- এক্ষেত্রে জিএফআর বিধি-২৩ মোতাবেক যথাযথভাবে হিসাব সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের অবহেলার কারণে বর্ণিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

- ফলে সংস্থার ৬৩,৭৫,৩৬,৭৬৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে **(পরিশিষ্ট-০৬)**।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উল্লিখিত দপ্তরসমূহে যেহেতু সংঘটিত আর্থিক লেনদেনের ভাউচার, লেজার, ব্যাংকবহি, রেওয়ামিল সংরক্ষিত নেই, সেহেতু হিসাব এর সঠিকতার জন্য চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মকে নিয়োগদানের কাজটি প্রক্রিয়াধীন। এ বিষয়ে গুলশান থানায় মামলা করা হয়েছে এবং বর্তমানে তা দুদকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

- মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ জবাব বলা হয়েছে যে,চলমান মামলার রায় অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক প্রদত্ত জবাব এর সমর্থনে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি। তদন্ত কমিটি কর্তৃক ১৯-১০-২০১০ খ্রিঃ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হলেও উক্ত প্রকল্প সমূহের চূড়ান্ত হিসাব তৈরি করা হয়নি। প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন(পিসিআর) তৈরী করা হয়নি। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১০ এ সমাপ্ত হলেও উক্ত প্রকল্পের প্রকৃত খরচের হিসাব সমাপন করা হয়নি যা প্রশাসনের ব্যর্থতা।

- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ০২-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ,০৫-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং গত ১১-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ ২০-৪-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত জবাবে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা হয়। যা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রকল্পের মেয়াদকাল ৩(তিন) বৎসর পূর্বে সমাপ্ত হলেও প্রকল্পের খরচের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ না করায় দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ আত্মসাৎকৃতঅর্থ আদায় পূর্বক নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে অবহিত করা আবশ্যক।

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো)

অনুচ্ছেদ ঃ ০৭

শিরোনাম ঃ অনুমোদিত লোড এর অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করা সত্ত্বেও ট্যারিফ বিধি মোতাবেক বিল প্রস্তুত ও আদায় না করায় ভ্যাট সহ ৯,৭৪,৯১,৮৯৯ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১ ও ২, ওজোপাডিকো, বরিশাল কার্যালয়ের ২০১০-২০১২ অর্থবছরের হিসাব যথাক্রমে ২৮-১২-২০১২ খ্রিঃ হতে ০৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ ও ০৪-০১-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১০-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে গ্রাহকগণের মিটার রিডিং বই ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায়, পরিশিষ্টে বর্ণিত গ্রাহকদ্বয় ওজোপাডিকো কর্তৃক অনুমোদিত লোড অপেক্ষা অননুমোদিত ভাবে অতিরিক্ত লোড/বিদ্যুৎ ব্যবহার করা সত্ত্বেও ট্যারিফ বিধি [১৭(২)] মোতাবেক অতিরিক্ত ব্যবহৃত বিদ্যুতের জন্য মূল্য হারের দ্বিগুণ হারে বিল প্রস্তুত ও আদায় না করায় সংস্থার (৬,৬৫,৬৩,৩৭২+ ৩,০৯,২৮,৫২৭)= ৯,৭৪,৯১,৮৯৯ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিদ্যুৎ সরবরাহের নিয়মাবলী ও বিদ্যুৎ মূল্য হারের প্রয়োগ বিধি এর ১৭ (২) ধারা মোতাবেক গ্রাহক অনুমোদিত লোড হতে অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করা সত্ত্বেও গ্রাহকের নিকট হতে দ্বিগুন হারে বিল আদায় না করায় সংস্থার ক্ষতি [পরিশিষ্ট-০৭ (১-২)]।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বর্ণিত গ্রাহক লোড বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। সদর দপ্তরে উক্ত লোড বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।
- বর্তমানে লোড বৃদ্ধি করে ১২০০ কিঃ ওঃ এ উন্নীত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দীর্ঘ দিন যাবৎ গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদিত লোড হতে অতিরিক্ত লোড ব্যবহার করা সত্ত্বেও ট্যারিফ বিধি মোতাবেক বিল না করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে যথাক্রমে ২১-৩-২০১৩খ্রিঃ ও ১৬-৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ ও ১৯-৫-২০১৩ খ্রিঃ ও ২৬-৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ০৫-১১-২০১৩ খ্রিঃ ও ২৪-৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। সর্বশেষে একই জবাব পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় ও যথাযথ খাতে জমা করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত
(খান মোঃ ফেরদাউসুর রহমান)

মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

বা:স:মু:-২০১৬-১৭/৫৩৩৩ কম(এ)-৭১৩ বই-২০১৭ইং।